চুয়াডাঙ্গায় সাংবাদিকদের সঙ্গে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপি প্রার্থীর মতবিনিময়

চুয়াডাঙ্গায় ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-২ (দামুড়হুদা–জীবননগর) আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু।

সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টায় চুয়াডাঙ্গা চেম্বার অব কমার্স ভবনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমেই দেশের জন্য সঠিক নেতৃত্ব উঠে আসবে।

তিনি আরও বলেন, জনগণের রায়ে নির্বাচিত হতে পারলে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের দীর্ঘদিনের অবহেলিত জনপদের সার্বিক উন্নয়নে তিনি অগ্রাধিকার দেবেন। বিশেষ করে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, সড়ক অবকাঠামো, কৃষি ও ক্রীড়া ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক উন্নয়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, জনগণের সিদ্ধান্তেই চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে সঠিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। নির্বাচিত হলে তিনি এ আসনকে চাঁদাবাজি ও দুর্নীতিমুক্ত একটি আদর্শ সংসদীয় আসনে পরিণত করতে সর্বাত্মক ভূমিকা রাখবেন।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, জীবননগর উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি রাজিব হাসান কচি, সাধারণ সম্পাদক বিপুল আশরাফ, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি সরদার আল আমিন, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি অ্যাডভোকেট মানিক আকবর, সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান সেলিম, দৈনিক সময়ের সমীকরণ-এর প্রধান সম্পাদক নাজমুল হক স্বপনসহ জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

“এই জঘন্য অপরাধের সঙ্গে জড়িতরা যাতে কোনোভাবেই সীমান্ত অতিক্রম করতে না পারে, সেজন্য দক্ষিণ-পশ্চিম রিজিয়ন যশোর বিজিবির নির্দেশনায় সব ধরনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।”

চুয়াডাঙ্গায় আইডিয়া প্রদর্শনী ও অনুদান বিষয়ক আলোচনা

চুয়াডাঙ্গায় তরুণ সবুজ উদ্যোক্তাদের আইডিয়া প্রদর্শন ও অনুদান প্রদান বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শহরের মালোপাড়ায় ওয়েভ ফাউন্ডেশন ট্রেনিং সেন্টারে সোমবার দিনব্যাপি এ অনুষ্ঠান হয়।

জেলার যুব উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে ‘ইয়ুথ গ্রিণ এন্টারপ্রেণারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পে’র আওতায় সবুজ ব্যবসায়িক আইডিয়া বাস্তবায়নকারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে এ অনুষ্ঠান হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তারা তাদের উদ্ভাবিত সবুজ ব্যবসায়িক আইডিয়া ও পণ্য উপস্থাপন করেন এবং পণ্যের গুণগত মান ও প্রস্তুতপ্রণালী বর্ণনা করেন।

এতে বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ফিরোজ আহমেদ, সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সিদ্দিকা সোহেলী রশীদ ও ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক জহির রায়হান। বিচারকগণ উপস্থাপিত প্রকল্পগুলোর গুরুত্ব ও কার্যকারিতা যাচাই করেন। এ সময় বিচারকরা বলেন, উদ্যোগগুলো স্থানীয় পর্যায়ে পরিবেশ রক্ষায় এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

উল্লেখ্য, Youth Green Entrepreneurship Development Project টি ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতায় এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশনের বাস্তবায়নে এই প্রকল্পটি চুয়াডাঙ্গা জেলা এবং ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তরুণদের পরিবেশবান্ধব ব্যবসায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যেই এই বিশেষ আয়োজন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল উপজেলা ও ঝিনাইদহ উপজেলার বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং যুব উদ্যোক্তাসহ মোট ৫১০ জন প্রশিক্ষাণার্থী নিবিড় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। তারা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে কীভাবে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা যায়, সে বিষয়ে হাতে-কলমে জ্ঞান অর্জন করেছেন। এই প্রশিক্ষিত তরুণরা নিজ নিজ এলাকার বিভিন্ন পরিবেশগত সমস্যা চিহ্নিত করে মোট ৪৮টি সৃজনশীল সবুজ ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. শরিফুল আলম লিটন, প্রকল্প কর্মকর্তা কানিজ সুলতানা, মাহবুব হোসেন আবির এবং জিল্লুর রহমান রাজা।

শরীফ ওসমান হাদী হত্যার প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গায় বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভা

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও জুলাইযোদ্ধা শরীফ ওসমান হাদীকে হত্যার প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গায় বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে শুক্রবার জুমার নামাজের পর চুয়াডাঙ্গা চৌরাস্তার মোড়ে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়।

এসময় বিক্ষোভকারীরা তুমি কে, আমি কে, হাদি হাদি; ভারতের দালালেরা হুঁশিয়ার সাবধান; গোলামী না আজাদী, আজাদী আজাদী; হাদি ভাইয়ের কারণে, ভয় করি না মরণে; দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা; ভারতের আগ্রাসন ভেঙ্গে দাও গুড়িয়ে দাও; ইনকিলাব জিন্দাবাদ” ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায়।

প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য দেন, ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ চুয়াডাঙ্গা

জেলা সভাপতি হাসানুজ্জামান সজিব, জেলা সেক্রেটারি তুষার ইমরান সরকার, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চুয়াডাঙ্গার মুখ্য সংগঠক সজিবুল ইসলাম, সদর উপজেলা সদস্য সচিব ফাহিম উদ্দিন মভিন, ওয়ারিয়র্স অব জুলাই চুয়াডাঙ্গা জেলার আহ্বায়ক মাহফুজ হোসেন, বাংলাদেশ ইসলামি ছাত্রশিবির চুয়াডাঙ্গা জেলার সভাপতি সাগর আহাম্মেদ, আপ বাংলাদেশ চুয়াডাঙ্গার সভাপতি স্বপন এবং চুয়াডাঙ্গা ল্র সন্তান এবং ডাকসু হল সংসদের পাঠচক্র বিষয়ক সম্পাদক ওয়াসির আল মাস্তুর।

বক্তারা বলেন, শরিফ ওসমান হাদী হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত করে দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় সারাদেশে গণআন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দেন তারা।

বক্তারা আরও বলেন, ভারতীয় আধিপত্য কায়েমের নীলনকশার অংশ হিসেবেই শরীফ ওসমান হাদীকে হত্যা করা হয়েছে। খুনীদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আমাদের এই আন্দোলন চলবে।

প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীসহ সাধারণ মানুষ অংশ নেন। কর্মসূচির আয়োজন করে চুয়াডাঙ্গাবাসী ও ছাত্রজনতা।

বিক্ষোভ মিছিলের শেষে নিহত হাদির আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর পদধ্বনি অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের নিয়মিত সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর ‘পদধ্বনি’-এর ১৫৯৭তম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকেল সাড়ে তিনটায় চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের শহীদ

আলাউল হলে এর আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন, পরিষদের সভাপতি ইকবাল আতাহার তাজ।

গত ৯ই ডিসেম্বর নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্ম ও মৃত্যু দিবস স্মরণে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে অর্থ সম্পাদক মিম্মা সুলতানা মিতার সঞ্চালনায় সাপ্তাহিক সাহিত্য পাঠের আসর অনুষ্ঠিত হয়।

আসরে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন, আব্বাস উদ্দিন, লতিফা রহমান বনলতা, ফুয়াদ আল মুকতাদির, মর্জিনা খাতুন, চিত্ত রঞ্জন শাহা চিতু, খালেকুজ্জামান, হুমায়ুন কবীর, মো: আবু নাসিফ খলিল, মিম্মা সুলতানা মিতা।

পঠিত লেখাগুলো নিয়ে আলোচনা করেন, ইকবাল আতাহার তাজ, হুমায়ুন কবীর, গোলাম কবীর মুকুল ও আবু নাসিফ খলিল।

আসরে উপস্থিত ছিলেন, রাবেয়া খাতুন রাবু। পরিশেষে সভাপতির সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ‘পদধ্বনি’ আসরের ১৫৯৭তম পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

নবাগত চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের আলমডাঙ্গা থানা পরিদর্শন

আলমডাঙ্গা থানা পরিদর্শন করলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার নবাগত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম।

চুয়াডাঙ্গা জেলার নবাগত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম বুধবার বেলা ১টার সময় আলমডাঙ্গা থানা পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে তিনি থানায় কর্মরত অফিসার ও ফোর্সের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং থানার সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

পুলিশ সুপার মহোদয় থানা ভবন, অফিস কক্ষ, ব্যারাক ও মেস পরিদর্শন

করেন। তিনি জনবান্ধব পুলিশিং, মাদকমুক্ত সমাজ বিনির্মাণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং এলাকার সার্বিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সকল পুলিশ সদস্যকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

এ সময় তিনি থানার মেসে উন্নতমানের খাবার নিশ্চিতকরণ, দাপ্তরিক সকল কাজ সুসম্পন্ন করা, ব্যারাক সর্বদা পরিচ্ছন্ন রাখা এবং ফোর্সের যৌক্তিক ছুটি মঞ্জুরের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গার নবাগত থানা অফিসার ইনচার্জ মোঃ বানী ইসরাইল এবং থানার সকল পদমর্যাদার অফিসার ও ফোর্স সদস্যবৃন্দ।

‘আবুল হোসেন স্মৃতি পাঠাগারকে বাঁচাতেই হবে’

চুয়াডাঙ্গা নাগরিক কমিটির এক সভা গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় শহরের শেখপাড়ায় অস্থায়ী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন, কমিটির সভাপতি তৌহিদ হোসেন।

সভায় চুয়াডাঙ্গাবাসির প্রিয় প্রতিষ্ঠান আবুল হোসেন স্মৃতি গ্রন্থাগারকে আগের অবস্থানে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এবং চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় অংশ নেন ইকবাল আতাহার তাজ, অ্যাডভোকেট মানিক আকবর, অ্যাডভোকেট কাইজার হোসেন জোয়ার্দ্দার, মিলন বিশ্বাস, মেহেরাব্বিন সানভি, আবু বক্কর সিদ্দিক, লাভলু রহমান, শফিকুর রহমান, আবুল কাশেম, ফজলে রাব্বি, আশিকুজ্জামান প্রমুখ।

সভায় আজ মঙ্গলবার বেলা ১২টায় পৌরএলাকার সমস্যাবলি নিয়ে স্মারকলিপি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়াও শ্রীমন্ত টাউন হল ও আবুল হোসেন স্মৃতি গ্রন্থাগার নিয়ে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত দেওয়ার দাবি জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভার সভাপতি তৌহিদ হোসেন তার বক্তব্যে বলেন, জেলার ভাল মানুষদের সুস্থ চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটছে না। যার সম্মান পাওয়ার কথা তিনি পাচ্ছেন না। টাকা এখন সম্মানের মাফকাটি। যার অনেক টাকা তিনি সমাজে সম্মানিত হচ্ছেন। কিন্তু কেন তিনি অঢেল টাকার মালিক তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার প্রেক্ষাপট দিনে দিনে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। আর এসব কারণেই অন্যায় মাথাচাড়া দিচ্ছে। দুর্নীতি বাধাহীন পথে হাটছে। এসবের জন্য আমাদের সংগঠিত হওয়া দরকার। চুয়াডাঙ্গা উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার।

সভা পরিচালনা করেন, চুয়াডাঙ্গা নাগরিক কমিটির সদস্যসচিব অধ্যাপক শেখ সেলিম।

দর্শনায় ৮৮তম আখ মাড়াই শুরু কেরু অ্যান্ড কোম্পানির

দেশের ঐতিহ্যবাহী বড় চিনিকল চুয়াডাঙ্গার দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানি ৬৩ কোটি টাকার পুঞ্জীভূত ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে ৮৮তম আখ মাড়াই মৌসুমের কার্যক্রম শুরু করেছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪টার সময় চিনিকলের ক্যান ক্যারিয়ারে আখ নিক্ষেপ করে মাড়াই মৌসুমের উদ্বোধন করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। এর আগে মিলের ক্যান ক্যারিয়ার প্রাঙ্গণে চলতি আখ মাড়াই মৌসুমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রশিদুল হাসান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি মো. রেজাউল হক।

উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, সার্বিক ব্যবস্থাপনায় কেরু অ্যান্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রাব্বিক হাসান,

দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ এইচ এম তাসফিকুর রহমান, দর্শনা পৌর বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৬৪ মাড়াই দিবসে ৭২ হাজার ২৩৫ মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৩ হাজার ৬৮৫ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন করা হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৭২ মাড়াই দিবসে ৭৬ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৪ হাজার ২৫৬ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে মিল কর্তৃপক্ষ। দৈনিক আখ মাড়াই ক্ষমতা ১ হাজার ১৫০ মেট্রিক টন। মিল চালুর পর থেকে ৮৮টি মৌসুমেই লোকসান হয়েছে, ফলে মিলের ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৩ কোটি ৫০ লাখ ৫১ হাজার ৩৪৫ টাকা। পরে ৮ জন আখচাষীর মাঝে ক্রেস্ট প্রদান করেন শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান।

প্রায় ২২ কোটি টাকা ব্যয়ে মিল হাউজে নতুন যন্ত্রপাতি সংযোজন করে চিনিকলটিকে আধুনিকায়নের কাজ চলছে। এতে আখ মাড়াই ও চিনি উৎপাদনের সক্ষমতা বাড়বে। তবে এলাকায় আখ চাষ ক্রমাগত কমে যাওয়ায় সংকটে পড়েছে দেশের এই ঐতিহ্যবাহী চিনিকলটি। চাষিদের দাবির প্রেক্ষিতে মৌসুমে আখের ক্রয়মূল্য বাড়িয়েছে সরকার। এবার প্রতিমণ (৪০ কেজি) আখের মূল্য ২৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। যদিও চিনির মূল্য বেড়েছে, তবে আশানুরূপ হারে আখের মূল্য বৃদ্ধি হয়নি বলে অভিযোগ আখচাষীদের। তারা আখের মূল্য আরও বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন।

চিনি আহরণের হার ৫ দশমিক ৬০ শতাংশ ধরা হয়েছে। মিলটি দৈনিক ১ হাজার ১৫০ মেট্রিক টন আখ মাড়াই করবে। ৭২ থেকে ৭৫ দিন মিল চালু থাকবে। মিলজোন এলাকায় এবার আখ রয়েছে ৫ হাজার ৫৬২ একর জমিতে। এর মধ্যে চিনিকলের নিজস্ব খামারে ১ হাজার ৬২৫ একর এবং চাষিদের ৩ হাজার ৯৩৭ একর জমিতে আখ চাষ হয়েছে।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মিলের মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) আশরাফুল আলম ভুইয়া। দোয়া পরিচালনা করেন কেরু জামে মসজিদের পেশ ইমাম সামসুজ্জোহা আজাদী। অনুষ্ঠানে মিলের কর্মকর্তা ও আখচাষীরা উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক ড. মাহবুবুর রহমান, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইলিয়াস হোসেন, তথ্য কর্মকর্তা স্নিগ্ধা দাস, পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা মফিজুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা মসজিদের ইমাম মাওলানা মাসুদ কামাল প্রমুখ।

এর আগে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন আলমডাঙ্গা উপজেলায় পৌঁছালে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

মতবিনিময় সভা শেষে আলমডাঙ্গা ব্যামাগারের সভাপতি ইকবাল হোসেনের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসককে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।